*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p74-87. (***ISSN 2583-6137)**
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

বঙ্কিম উপন্যাসে শিকড় সংস্কৃতি

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক , বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email: monanjali.bandyopadhyay@gmail.com

সারসংক্ষেপঃ লোকসংস্কৃতি আসলে শিকড়ের ভাষা, মৃত্তিকার গান, জনপদের পথে প্রান্তরে, বৃক্ষলতায় মানুষের মনে সেই শিকড় সংস্কৃতির জন্ম। জনপদের সংহত জীবনচর্যায় তার বিস্তৃতি, শিকড় কথা বলতে চায় - লোকসংস্কৃতি সেই অনতিস্ফুট কথা-গান-রূপ-শিল্প। এই শিল্পের আয়োজন সীমিত, উপাদান তুচ্ছ , কিন্তু আবেদন সর্ব মানবিক। তার মধ্যে পালিশ নেই, আছে প্রাকৃতিক স্বচ্ছতা। পুঁথি-পোড়া 'এটিকেট' মেনে চলা যুক্তিবাদী। বিজ্ঞানবাদী সভ্যতার থেকে দূরে লোকায়ত সমাজের অনন্তের ভাবনা বেদনা অনুভবের জোয়ার ভাঁটার আকাশের সপ্তরঙের মতো জীবনের নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে রূপ পায় লোককথা-লোকগাথা-প্রবাদ-ধাঁধা-ছড়া-লোকাচার-নিষেধ-লোকশিল্প এগুলিই উপজীব্য শিকড় সংস্কৃতির।এই শিকড় সংস্কৃতির থেকে শিষ্ট সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় স্বাতন্ত্র নিহিত রয়েছে কালের ধারণার মধ্যে। শিষ্ট সংস্কৃতির সৃষ্টি লগ্ন হতে কালের বন্ধনের অধীন। শিষ্ট সংস্কৃতি সাল তারিখ মেনে সৃষ্টি হয়। কিন্তু শিকড় সংস্কৃতি লোকায়ত জীবনের স্বতস্ফূর্ততা থেকে সৃষ্টি হয় । কে কবে প্রথম লোকসংস্কৃতির মূলে ছিলেন তা কখনো কেউ নির্ণয় করতে যায়নি। এ আপনিই সৃষ্টি হয়ে প্রবাহিত হয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। বেদের মতই শ্রুত হয়ে শিকড় সংস্কৃতি লালিত হয়েছে লোকস্মৃতিতে (Folk memory)।

শব্দ সূচকঃ লোকসংস্কৃতি, শিকড় সংস্কৃতি, Folk memory, বঙ্কিমচন্দ্র, উপন্যাস

শিষ্ট সাহিত্য যেহেতু কালের অধীন, তাই একে কাল অনুসারে বিভক্ত করা যায়। শিষ্ট সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই তা জানা যায়। প্রতিটি শতকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ঊনিশ শতক মূলতঃ নবজাগরণের যুগ। পাশ্চত্য প্রভাবে সাহিত্যে নতুনত্ব এসেছিল এই সময়ে। সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল মূলতঃ নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে। তবুও নাগরিক জীবনের সমস্যার পাশাপাশি লোকায়ত জীবনের নিভৃত মানসচর্যাও স্থান পেল ঊনিশ শতকের সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস যাত্রা শুরু হয় ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। 'দুগের্শনন্দিনী' থেকে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পর্যন্ত বাংলার প্রায় ১৫ টির মত উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। বঙ্কিম ছিলেন মূলতঃ নাগরিক জীবনের সদস্য । কলকাতার বাবু-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ঔপনিবেশিক হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান। তার উপন্যাস মূলতঃ ঊনিশ শতকীয় সমাজ ভাবনাকে তুলে ধরে। যখন তিনি অতীতচারী বা ইতিহাসের পটভূমিকায় তখনো উপন্যাসের মধ্যে ঊনিশ শতকীয় বঙ্কিম উপস্থিত , তবে একটি কথা বার বার মনে হয় সেটি হল, লোকায়ত জীবনধারার স্পর্শ

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p74-87. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

তাঁর উপন্যাস মহলের জাফরীগুলির ফাঁক দিয়ে আসা সোনালী রোদ্দুরের মত মাঝে মাঝেই চকচক করে ওঠে। এই লোকায়ত জীবনের মধ্যেই আস্বাদ পাই বাঙালীর লোকায়ত সংস্কৃতির, তথা শিকড় সংস্কৃতির।

সাহিত্যের পুনরীক্ষণ

বঙ্কিম উপন্যাস সমালোচকদের আলোচনার অতি প্রিয় বিষয়। তাই এ বিষয়ে বহু গবেষণা পূর্বে হয়েছে। তবে যে বিষয় গুলি আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গবেষণায় গবেষককে সাহায্য করেছে, সেগুলি হল -

১. সাহিত্য সমালোচক ভবতোষ দত্তের একটি উক্তি -"আনন্দমঠে বস্তুতই একটি লোকজীবনকে তুলে ধরা হয়েছে।" (*বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস*, সাহিত্যলোক)

২. শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন - দুর্গেশনন্দিনীর ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিংবদন্তি রূপে চলিয়া আসিতেছিল।" (*বঙ্কিমরচনাবলী*, ভূমিকা, সম্পাদনা শ্রী যোগেশচন্দ্র বগাল)

এরকম কিছু বিক্ষিপ্ত লোকায়ত জীবনধারার ছবি স্ফুলিঙ্গের মত মাঝে মাঝে জাজ্বল্যমান হয়েছে, আবার নিভেও গেছে। কিন্তু বঙ্কিম উপন্যাসে লৌকিক উপাদান সম্পর্কে যথার্থ গবেষণা ধর্মী (সূচী বিশ্লেষনের মধ্যে দিয়ে) আলোচনা কম।

উপাদান ও পদ্ধতি

বঙ্কিম উপন্যাসগুলি আলোচনার সুবিধার জন্য সমালোচকরা বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করেছেন। এই গবেষণাপত্রের অগ্রগতির সুবিধার জন্য ড. ক্ষেত্র গুপ্তের (বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস) বিভাগকে গ্রহণ করা হয়েছে। ড. গুপ্ত বঙ্কিম উপন্যাসকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছেন-

প্রথম পর্ব :- *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯)।

দ্বিতীয় পর্ব:- *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* (১৮৭৩), *যুগালাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রজনী* (১৮৭৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮)।

তৃতীয় পর্ব :- *আনন্দমঠ*(১৮৮৪), *দেবী চৌধুরানি*(১৮৮৪), *রাধারানী*(১৮৮৬), *সীতারাম* (১৮৮৭)।

শেষ পর্ব :- *রাজসিংহ* (প্রথম সংস্করণ ১৮৮২, পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯৩), মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।

বঙ্কিম উপন্যাসের চারটি পর্ব থেকেই আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি উপন্যাস বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রতি পর্ব থেকে উপন্যাসগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical method) গ্রহণ করা হয়েছে তাকে বলা হয় Random Sampling technique.

নির্বাচিত উপন্যাসগুলি হল- *দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানি* এবং *রাজসিংহ,* এছাড়াও যুগালাঙ্গুরীয় ও রাধারানী সম্পর্কেও কিছু আলোচনা হবে।

আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিকড় সংস্কৃতি হতে আগত ভাবনাগুলিকে নির্দেশ করার পূর্বে, জানতে হবে শিকড় সংস্কৃতির কোন দিকগুলিকে পাওয়া যাবে। মূলতঃ লোকসংস্কৃতি বা শিকড়সংস্কৃতির বিভাগটি নিম্নরূপ হলে বঙ্কিম উপন্যাসগুলি সরলভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে।

লোকসংস্কৃতি

বাককেন্দ্রিক | ভাবকেন্দ্রিক | বস্তুকেন্দ্রিক | অঙ্গভঙ্গীকেন্দ্রিক

বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি:- এর অন্তর্ভুক্ত হল ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কথা, লোকগীত প্রভৃতি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিকগুলি। এগুলি সৃষ্টির মাধ্যম হল লোকভাষা। লোকসংস্কৃতির এই বিভাগের মধ্যে যে ধারণাগুলি প্রয়োজন হবে সেগুলি হল -

১. প্রবাদঃ- ইংরেজিতে প্রবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে “A Proverb is a short sentence based on long experience” অর্থাৎ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সংহত সংযত প্রকাশ হল প্রবাদ। যেমন - “তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ”। এই প্রবাদ, সাহিত্য, পুরান থেকে সৃষ্ট হতে পারে বা লোকায়ত জীবনেও সৃষ্ট হতে পারে। কালস্রোতে এবং আঞ্চলিক বিস্তারের জন্য এতে অনেক সময় আসে কিছু পরিবর্দ্ধন, পরিমার্জন এবং রূপান্তর।

২. লোককথাঃ- পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে ও গদ্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা (Folk tale) বলে।ছোট হোক, বড় হোক্ গল্পটি হবে পূর্ণবঙ্গ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।রূপকথা, পশুকথা, এত কথা, কিংবদন্তী প্রভৃতি বহু ধরনের লোককথা আছে।

৩. লোকভাষাঃ- কোন লোকসমাজের মানুষের ভাষার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলি আছে, তাকেই লোকভাষা বলে। ড.পবিত্র সরকার মনে করেন, নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন একটি লোকসমাজের ভাষায় যে স্বতন্ত্র লক্ষণগুলোকে চিহ্নিত করা যায়, সেই stereotype বা সাধারণ রূপটিই লোকভাষার নির্ধারক চিহ্ন।

ভাবকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিঃ- এর অন্তর্ভূক্ত হল লোকজ্ঞান, লোকশিক্ষা, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার, লোকাচার-রীতি-নীতি নিষেধ প্রভৃতি। লোকসংস্কৃতির এই বিভাগে যে ধারণাগুলি প্রয়োজন হবে, সেগুলি হল –

১. লোকশিক্ষাঃ- লোকশিক্ষা বা Folk Education হল লোকের শিক্ষা, লোকের জন্য শিক্ষা এবং লোকের দ্বারা শিক্ষা। এর মাধ্যম সহজ সরল ভাষাও এর পদ্ধতি স্পষ্ট।

২. লোকজ্ঞানঃ- লোকজ্ঞান বা Folk knowledge হল লোকসমাজের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তির উৎকৃষ্ট ফসল যা প্রাকৃতিক নির্বাচন ও অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের দ্বারা নিখাদ ও নির্ভেজাল।

৩. লোকবিশ্বাস ও সংস্কারঃ- লোকমানসের দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা শুভাশুভ বোধ থেকেই লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের উদ্ভব। যাত্রাকালে হাঁচি হলে বা টিকটিকি ডাকলে বাধা পড়েছে বলে অনেকে বিশ্বাস করে। সত্য-সত্যই যখন এই বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ মাত্রা বন্ধ রাখে, তখনি এই বিশ্বাস থেকে সংস্কার জন্ম নেয়।অর্থাৎ লোকবিশ্বাস সাম্প্রতিক হতে পারে।কিন্ত সংস্কারের সঙ্গে রয়েছে ঐতিহ্যের যোগ।

৪. লোকাচার-রীতি-নীতিঃ- লোক সমাজের মানুষ তাদের বিশ্বাস ও সংস্কার অনুসারে গড়ে তোলে তাদের আচার ব্যবহার, যাকে লোকাচার রীতি-নীতি বলা যায়।

৫. নিষেধ ঃ- লোক সমাজে কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে এগুলোকে বলা হয় ট্যাবু। এই নিষেধাজ্ঞা সর্বজনীন হতে পারে আবার বিশেষ কোনো সদস্যের জন্যও নির্দিষ্ট হতে পারে।

বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিঃ- এর অন্তর্ভূক্ত হল লৌকিক দেবদেবী, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, লোকঔষধ ইত্যাদি। এই বিভাগে যে ধারণা গুলি প্রয়োজন হবে –

১. লোকদেবতাঃ- লোকদেবতা বা Folk deities হল সেই দেবদেবী যাঁরা লোকমানসে সৃষ্ট এবং লোকসমাজ দ্বারা পূজিত হন। যেমন - ভাদু, টুসু, দক্ষিণ রায়, কালুরায় প্রভৃতি।

২. লোকযানবাহনঃ- লোকসমাজে সৃষ্ট এবং ব্যবহৃত যানবাহনকেই লোক যানবাহন বলা যায়। যেমন-তুলি, পাল্কী, দোলা ইত্যাদি।

৩. লোকযন্ত্রপাতিঃ- লোকযন্ত্র বা Folk tools হল সেই যন্ত্রপাতি সেগুলি লোকসমাজ তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনে তৈরি করে এবং কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। যেমন- লাঙল, কোদাল, কাস্তে, শিল-নোড়া ইত্যাদি।

৪. লোকঔষধঃ- লোকসমাজ তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে খুঁজে নিয়েছে জীবন সংরক্ষণের উপায়। তারা আবিষ্কার করেছে এমন গাছপালার অংশ, প্রাণীর অংশ খনিজ বস্তু বা অন্যকিছু যা ঔষধ হিসাবে কাজ করে।এই বস্ত গুলোকেই লোক ঔষধ বা Folk medicine বলা হয়। যেমন- নিমগাছ, আকন্দপাতা ইত্যাদি।

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p74-87. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

৫. লোকচিকিৎসাঃ-লোক ঔষধ প্রয়োগের কতগুলি পদ্ধতি লোক সমাজের চিকিৎসকরা (Folk healers) মেনে চলেন। এই পদ্ধতিগুলিকেই বলা হয় লোকচিকিৎসা।

অঙ্গভঙ্গীকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিঃ- এর অন্তর্ভূক্ত হল লোকনৃত্য, লোক-ক্রীড়া এবং অঙ্গভাষা। লোকসংস্কৃতির এই বিভাগের মধ্যে যে ধারণাগুলির প্রয়োজন হবে সেগুলি হল –

১. লোকক্রীড়াঃ- লোকসমাজ তাদের অবসর বিনোদনের জন্য, অবদমিত কামনার কাল্পনিক পরিপূরণের জন্য সৃষ্টি করেছে নানা প্রকার ক্রীড়া। এগুলিকেই বলা হয় লোকক্রীড়া।কয়েকটি লোকক্রীড়া ঘরের অভ্যন্তরে বসেই সম্পন্ন করা যায় যেমন-পাশাখেলা। কয়েকটি খেলার জন্য আবার প্রয়োজন হয় ফাঁকা মাঠের। যেমন- গাদি ইত্যাদি।

২. অঙ্গভাষাঃ- যখন ভাষা ব্যবহার না করে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে মানুষ তার ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, মনোভাব এবং চিন্তাকে ব্যক্ত করে, তখন তাকে অঙ্গভাষা বা Body language বলা হয়। লোকসমাজ ভেদে অঙ্গভাষার অর্থও ভিন্ন হয়। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদে পাই "জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিল।"

অনেক সময় এই বিভাগগুলি বা উপবিভাগগুলি একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। যেমন- ভাবকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির একটি উপবিভাগ হল লোকজ্ঞান যার একটি প্রয়োগমূলক শিক্ষা হল লোকচিকিৎসা। আবার লোকচিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয় লোক ঔষধ যা বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির একটি বিভাগ।

উপন্যাস হল লেখক এবং পাঠক ও শ্রোতার মধ্যে এক ধরনের সমান বা সংযোগ (communication) সংযোগ সম্পর্কে Leagans বলেছেন "It is the process by which two or more people exchange ideas, facts, feelings or impressions in ways that each gains a common understanding of the messages." (Dahama & Bhatnagar,1988). এই জ্ঞাপন বিশ্লেষণ (communication analysis) এর অন্যতম চালিকভাগ হল সূচী বিশ্লেষণ (content analysis), Berulson(1952) সূচী বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলেছেন, "Content analysis is a research technique for the objective, systematic, quantitative, description of the manifest content of communication."এই পদ্ধতি অনুসরণ করে রঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচিত উপন্যাস গুলিতে লৌকিক উপাদান কি কি আছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সিদ্ধান্ত ও আলোচনা (Result and discussion)

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p74-87. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচিত উপন্যাস গুলির সূচী বিশ্লেষণে যাওয়ার পূর্বে একটি বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন। তাঁর যুগালাঙ্গুরীয় এবং রাধারাণী — এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে লৌকিক উপাদানের খোঁজ করতে গেলে দেখা যায়, দুটি উপন্যাসই যেন কিছুটা লোককথার আদলে গড়া। বঙ্কিম সুলভ বাগ্মীতা বর্জন করলে উপন্যাসের ভাষারীতি অনেক সময়ই কথা ধরনের। যেমন –"হিরণ্ময়ী রাজাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, কবাট বক্ষ, দীর্ঘ হস্ত, অতি সুগঠিত আকৃতি, ললাট প্রশস্ত, বিস্ফারিত আয়ত চক্ষু, শান্ত মূর্তি-এরূপ সুন্দর পুরুষ রাজাচিৎ স্ত্রীলোকের নয়নপথে পড়ে"। "যুগালাঙ্গুরীয়" অথবা "রাধারাণী তখন সকল বলিল, বসন্ত বলিল রাগের কথা ত বটে। সুদ শুদ্ধ সে দেনা পাওনা বুঝিয়া নেয়, এমন মহারাজকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তার উপর রাগের কথা বটে।" রাধারানী বলিল, "তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিই"। এই বলিয়া রাধারাণী সে হীরার হার রুক্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন। তারপর শুভলগ্নে শুভ-বিবাহ হইয়া গেল।"(রাধারাণী)

বাংলায় যাকে বলে রূপকথা, ইংরাজীতে তারই নাম Fairy Tales, ড. আশরাফ সিদ্দিকী তাই রূপকথার অপর নাম দিয়েছেন পরীকথা। পরীকথায় দেখা যায়, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী পরীরা নায়ক-নায়িকাকে দূর দূর দেশে নিয়ে গিয়ে আংটি বদল করায়, শুভ-পরিণয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারে, দিতে পারে অপরিমিত ধনসম্পদের বা ভাগ্যের সন্ধান। 'যুগলাঙ্গুরীয়তেও প্রায় একই রকমের আংটি বিনিময় ঘটেছে। পরীর বদলে সেখানে এসেছেন আনন্দস্বামী।গল্পের পটভূমি পূর্বেই কুয়াশাচ্ছন্ন করা হয়েছে অলঙ্কার কোটার মধ্যে হিরণ্ময়ীর পাওয়া জ্যোতিষ গণনা করা কাগজের ছিন্ন অংশ দিয়ে। সেই কুয়াশা গাঢ়তর হয়, যখন আংটি বিনিময়ের সময় পাত্রপাত্রীর চোখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র উপন্যাসে রূপকথা-সুলভ রহস্যের জটাজাল বিন্যাস করেছেন, যা পরিণতিতে গিয়ে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ প্রবাদকেই সার্থক করেছে।

এবারে চলে আসা যাক্, নির্বাচিত উপন্যাস গুলির সূচী-বিশ্লেষণে।

উপন্যাসের নামঃ *দুর্গেশনন্দিনী*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিষয়ঃ লৌকিক উপাদান

১. প্রবাদ/প্রবাদপ্রতীমঃ-

- "স্ত্রীলোকের সুনাম এমনই অপদার্থ বস্তু যে, বাতাসের ভর সহেনা"
- "যতো ধম্মস্ততো জয়ঃ, -যে পক্ষ অবলম্বন করিলে অধর্ম নাই, সেই পক্ষে যাও, রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপ, রাজপক্ষ অবলম্বন কর"।

২. লোকসংস্কারঃ-

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p74-87. (***ISSN 2583-6137)**
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

- "দিবস পর্য্যন্ত জ্যোতিষী-গণনায় নিযুক্ত আছি। তোমা অপেক্ষা তোমার কন্যা আমার স্নেহের পাত্রী, ইহা তুমি অবগত আছ; স্বভাবতঃ তৎ সম্বন্ধেই বহুবিধ গণনা করিলাম। "বীরেন্দ্র সিংহের মুখ বিশুদ্ধ হইল, আগ্রহ সহকারে পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গণনায় কি দেখিলেন?" পরমহংস কছিলেন, "দেখিলাম যে মোগল সেনাপতি হইতে তিলোতমার মহৎ অমঙ্গল।" বীরেন্দ্রসিংহের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল।"
- "ব্রাহ্মণ অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "সে কত দূর?"

  বিমলা। কি কত দূর?

  দিগ্‌গজ। সেই বটগাছ?

  বি। কোন বটগাছ?

  দি। যেখানে তোমরা সেদিন দেখেছিলে,

  বি। কি দেখেছিলাম?

  দি। রাত্রিকালে নাম করিতে নাই"।

  (এমন লোকসংস্কার আছে ভূতের নাম রাতে করলে সে এসে হাজির হয়।)

৩. লোকবিশ্বাসঃ-

- "কথা কহিলে ব্রাহ্মণের আহার হয় না।"
- আশমানি বলিল, "শূদ্রের উৎসৃষ্ট ব্রাহ্মণে ছুঁলে কি হয়?"

  পণ্ডিত বলিলেন, "নাইতে হয়"।

৪. লোকাচার/রীতিনীতিঃ-

- "আমরা সায়াহ্নবলে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্য আসিয়াছিলাম।"

  (শিবের পূজা সায়াহ্নে রাই লোকাচার)

- "বিদ্যাদিগগজ দুর্গা শ্রীহরি বলিয়া বিমলা ও আশ্মানির সহিত যাত্রা করিলেন।"

৫. লোককথাঃ-

"আশমানি বলিল, "আমি একটি উপকথা বলি শুন। যতক্ষণ আমি উপকথা বলিব, ততক্ষণ তুমি ভাত মাখিবে, নইলে আমি খাইব না।"...... আশমানি এক রাজা আর তাহার দুয়ো

শুয়ো দুই রানীর গল্প আরম্ভ করিল।..... শুনিতে শুনিতে দিগগজের মন আশমানির গল্পে ডুবিয়া গেল। ”

বঙ্কিম উপন্যাসে লৌকিক উপাদান

কপালকুণ্ডলা

১. প্রবাদ

- তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন

২. লৌকিক যান – যাত্রী নৌকা, পালকি

৩. লৌকিক মাপজোক - বিঘা, দণ্ড, প্রহর, হস্ত/হাত

৪. লোকৌষধ –

শ্যামা কহিলেন, কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা আজ রাতে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারিতাম।......... দিনে তুলিলে ফলবে কেন? ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে তুলিতে হয়। কপালকুণ্ডলা..... সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয়, তাও দেখে এসেছি।.... আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া আনিব।... শ্যামা সুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে , আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি। দিবসেও ঔষধ ফলে না।... স্ত্রীলোকে এলোচুলে তুলিতে হয়।

৫. লোকবিশ্বাস –

- এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব?
- তাকে (নবকুমার) শিয়ালে খাইয়াছে (লোক বিশ্বাস এই যে জঙ্গলে বাঘের নাম করিতে নেই। তাই ‘বাঘ’ এর স্থলে ‘শিয়াল’ বলা হয়েছে)।

৬. সংস্কার -

- পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন।
- একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিলেন।
- নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল।
- বিল্বপত্র পড়ে নাই, যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়েছিলাম তাহাতে অবশ্য ফলিল।

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p74-87. (***ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

- পুষ্পপত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া ততপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল। নিতান্ত ভক্তিপরায়না বিল্বদল প্রতিমা চরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন, অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন।
- .... এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে।

৭. লৌকিক দেবদেবীঃ- নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। (পাঁচ পীর যথা – গিয়াসুদ্দিন, সামসুদ্দিন, সেকেন্দর গাজী, কাল গাজী, গাজী)

৮. লোকযন্ত্র – কুড়ালি, দা, কুঠার (নবকুমার কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব, কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস"।)

৯. লৌকিক উপকরণ –

- নবকুমার তদালোকে দেখিলেন যে, ঐ কুঠির সর্বাংশে কিয়াপাতায় রচিত।
- কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক মৃৎপ্রাচীর বিশিষ্ঠ কুঠির দেখিতে পাইলেন।

১০. লৌকিকজ্ঞান ঃ-

- আরোহীরা নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহা সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন, তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল।
- বুঝিলেন, নাবিকের দিকভ্রম হইয়াছে। এখনে কোন দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না।
- ......রাত্রি শেষে ঘোরতর কুঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, নাবিকেরা দিকনিরুপন করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল।
- নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাস কালে তটদেশে এরূপ প্রচন্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্তী থাকিলে তাহা খন্ড খন্ড হইয়া যায়।

১১. লোকাচার রীতিনীতি - কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি?

উপন্যাসের নামঃ *কৃষ্ণকান্তের উইল*

বিষয়ঃ লৌকিক উপাদান।

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p74-87. (***ISSN 2583-6137)**
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

১. প্রবাদ/বাগধারাঃ-

- “মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে। বাবলা গাছে হাত লেগে আঙুল গেল ছিঁড়ে”।
- “শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ”।
- “যেমন কর্ম তেমনি ফল”।

২. ট্যাবুঃ- “বিধবাকে মাছ খাইতে নাই”। (১ম, চতুর্দ্দশ)

৩. লোকভাষাঃ- “মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?”

(লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্লীলতা, অশ্লীলতা আমাদের বিচার্য্য নয়।)

৪. খাদ্য:- কদলীপত্রে সুশোভিত লুচিসন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমল ধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মন কি করিবে?

বঙ্কিম উপন্যাসের লৌকিক উপাদানের আলোচনায় সরাসরি চলে আসি ।

উপন্যাস চন্দ্রশেখর

১. প্রবাদ প্রতিম:-

- আমি লতা হইয়া শাল বৃক্ষে উঠিতে চাই কেন? (১ম খন্ড ,১ম পরি)
- প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে। (১ম, ৫ম)

২. কিংবদন্তি/লোকপুরান/লোকশ্রুতি

- রমানন্দ স্বামী সিদ্ধ পুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকল তিনিই জানিতেন।
- কথিত আছে যে, তিনি পূর্বে বস্ত্র বিক্রেতা ছিলেন।
- লোক পরম্পরায় তখন শুনা যাইতেছিল যে , যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজরা মীরজাফরকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্বার মসনদে বসাইবেন।
- এদেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিংবদন্তি আছে। সপ্তম অপরাধীকে কটি পর্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে - তাহার পরে তাহাতে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুরে নিযুক্ত করে। কুক্কুরে দংশন করিলে, ক্ষত মুখে লবন বৃষ্টি করে। কুক্কুরেরা মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্দ্ধভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধমৃত হইয়া প্রেথিত থাকে - কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ঠ মাংস খায়।
- প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই।

৩. লোকবিশ্বাস - কেহ কেহ বলে, দূরবর্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। এ কথা যে সত্য, এমত নহে; কিন্তু যে মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী দূত, দলনী বিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল সেই মুহূর্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

৪. লৌকিক যান - নৌকা, পানসি, শিরিকা, পালকি, বজরা, ডিঙ্গী, দেশী ভড়, ছিপ, প্রমাদ নৌকা, হাল, দাঁড়, তরণি শ্রেনী, ঝাঁপের বেড়ার নৌকা।

৫. লৌকিক মাপজোক - গজ, দণ্ডকাল, গণ্ডূষ

৬. লৌকিক উপকরণ - মৃৎ প্রদীপ, ঢাকাই শাড়ি, গেঁজে (গড়, বাঁশ, বাকারী)

৭. লোকসংগীত – মাঝিয়া (রা) সারি গাইতেছিল (১ম, ৫ম)

৮. লোকসাংবাদিকতা - নিকটে একজন পরিচারিকা পক্ষীদিগকে (২য়, ১ম) নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল "এস জোর গল্প বলি।"

৯. লৌকিক রীতিনীতি –

- শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। (উপক্রমিকা ২য়)
- সুন্দরী প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলেন ; পরে সেই ভগ্ন গৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে প্রতিবাসিনীরা একে একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল। আবশ্যক সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

১০. লোকৌষধ/ লোকচিকিৎসা –

- রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে, চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগ করবেন। ঔষধ প্রয়োগের শুভ লগ্ন অবধারিত হইল। ঔষধ কি , তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য, চন্দ্রশেখর বিশেষ রূপে আত্মশুদ্ধি ক্রিয়া আসিয়াছিলেন। রমানন্দ বলিয়াছিলেন "ঔষধ আর কিছু নহে কর্মফল সৃত জলমাত্র। কন্যা হইতে যোগবল পাইবে।
- চন্দ্রশেখর তাহার ললাট চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্র গতিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। (ষষ্ঠ, পঞ্চম, ষষ্ঠ)

১১. লোকভাষার দৃষ্টান্ত -

- এদিকে (একটস) গোরা এসেছে। (১ম, ২য়)
- আ মনো, তুই বলিস কি?

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-2 Issue-1(2023), p74-87. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

- সমস্ত পথ স্বামীর নিকটে শৈবলিনীকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল। কখন “অভাগী “, কখন পোড়ার মুখী “, কখন “চুলীমুখী “ ইত্যাদি
- রুপসী বলিল, “দিদি , তুই বড় কুঁদুলি। “ (২য় ,৪র্থ)
- শুনিল, দুই জনে (অস্ফট) অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃত ভাষায় কথা কহিতেছে - রামচরণ তাহাকে “ইন্ডিল মিন্ডিল “ বলিত - এখনকার লোকে বলে, ইংরেজি। থেকে।
- ইংরেজ আসিয়াছে- বোধ হয় আমবাতের কুঠি।“ রামচরণ আমিয়টের পরিবর্তে আমবাত বলিত

উপন্যাসের নামঃ- *আনন্দ মঠ*

বিষয়ঃ- লৌকিক উপাদান

১. প্রবাদঃ-

- “বাঙ্গালী তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়”।
- “সর্পে রজ্জুভ্রম অনেকেরই হয়”।

২. লোকাচার/রীতি-নীতিঃ- ক) "ব্রত ভঙ্গ হউক-প্রায়শ্চিও আছে।......”

খ) মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে,
তবে এই বুড়ার শুকন মাংস কেন খাই?....
আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব,
এস, ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।".....
অবস্থা বিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তুমাত্র”।
(অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় এখনো আছে, যারা নরখাদক। এটা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। অবস্থা বিশেষে এই সুপ্ত প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।)

৩. লৌকিক মাপজোখঃ- ক্রোশ, কড়া, গণ্ডা (গণ্ডন্দা)

৪. লোকযন্ত্রঃ- লাঙ্গল, জোয়াল।

৫. লোকশিল্পঃ- হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ি বাহির করিয়া ছিল।" (১ম, পঞ্চদশ)

৬. লোকবাদ্যঃ- কাড়া, নাগরা, ঢাক, ঢোল, কাঁসি, সানাই, তুরী, ভেরী, রামশিঙ্গা, দামামা। (২ য়,   দ্বাদশ)

৭. লোক ওষুধ/লোক চিকিৎসাঃ-

"কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন স্ত্রীলোক
বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের
নিকট বসিলেন, বসিয়া কপোল করলগ্ন
করিয়া অনেক্ষণ ভাবিলেন। মাথায়, বগলে
হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, অনেক
প্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিলেন,
তখন মনে মনে বলিলেন, এখনো সময়
আছে,....চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ
করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা
তুলিয়া আনিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া
রস করিয়া সেই শখের ওষ্ঠ দন্ত ভেদ করিয়া
আঙুলি করা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া
ছিলেন, পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস
দিলেন,- অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন।
পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে
মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে
লাগিলেন যে, নিশ্বাস বহিতেছে কিনা..."

- "শান্তি জীবানন্দকে পুষ্পারিণীতীরে লইয়া গিয়া
রক্ত ধৌত করিল। (তামনি) তেমনি চিকিৎসক বন্য লতা
পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষত
মুখে দিলেন, তারপর, বারংবার জীবানন্দের
সর্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক
দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল"।

সিদ্ধান্ত (Conclusion)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি লেখা হয়েছে ঊনিশ শতকে। লেখা গুলির বিকাশ ঘটেছে মূলতঃ নগর কলকাতার ঊনিশ শতকীয় বা তার পরবর্তী বাঙালির কাছে। অর্থাৎ লেখকও যেমন সচেতন ভাবে উপন্যাসগুলিতে শিকড়ের কথা বলেননি, পাঠকও তা অনুধাবন করার চেষ্টা করেনি। সচেতন ভাবে হোক বা অসচেতন ভাবে হোক কিছু লোকায়ত উপাদান বঙ্কিম উপন্যাসে আছে, তা বৈজ্ঞানিক ভাবে এই

গবেষণা পত্রে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।এই প্রচেষ্টার পথে কিছু ত্রুটি হয়ত থেকেছে।তবে গবেষণা পত্রটি ত্রুটিমুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রয়াস ছিল আন্তরিক।

তথ্যপঞ্জি

Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*, Free Press, New York,

Dahama, O.P, and Bhathagar, O. P. (1988). *Education and Communication for Development,* Oxford & IBH, New Delhi,

গুপ্ত, ক্ষেত্র. (২000). *চতুর্থ সংস্করণ বাংলা উপন্যাসের সমগ্র ইতিহাস*, গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

চক্রবর্তী, কল্যান. বন্দোপাধ্যায়, মনাঞ্জলি. (২০০৩). *জানপদিক*, প্রথম বর্ষে প্রথম এবং দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার. *সম্পাদনা* (১৯৯৫). বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।

দত্ত, ভবতোষ. *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

বাগল, যোগেশ চন্দ্র. সম্পাদিত. *উপন্যাস প্রসঙ্গ*, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ ও কলকাতা।